মর্যাদায় আই আই টি-র উপরে গিয়ে

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণের স্বীকৃতির জন্য মরিয়া বি ই কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গড়পড়তা স্টেট বা সেন্ট্রাল 'অ্যাফিলিয়েটিং' বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে থাকা নয়। ব্যাঙের ছাতার মতো গজানো বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির প্রতিযোগী হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালানো নয় কোনও মতে। এমনকী দাবি নয় আর একটি আই আই টি-রও। শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (বেসু) কর্তৃপক্ষ চায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আই আই ই এস টি) নামে উন্নীত হতে। আর স্বপ্ন রূপায়ণে বদ্ধপরিকর শিক্ষায়তনের ছাত্র, অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মিমণ্ডলীও।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব নিতে চাওয়ায় উচ্ছ্বসিত প্রাক্তনীরাও। এর বড় কারণ কেন্দ্র যে পাঁচটি শিক্ষায়তনকে আই আই ই এস টি-র মর্যাদা দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিচিতি দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে, সেগুলির মধ্যে শিবপুরকে রাখা হয়েছে এক নম্বরে। শিক্ষায়তনটির ঐতিহ্যের দেড়শো বছর পেরচ্ছে ২৪ নভেম্বর। 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান'-এর চূড়ান্ত স্বীকৃতি হাতে নিয়েই সকলে প্রতিষ্ঠার দেড়শো বছর উদ্‌যাপন করতে চান।

কিন্তু কেন? সংশ্লিষ্ট মহলের ব্যাখ্যা: এম আনন্দকৃষ্ণন কমিটির সুপারিশ এবং সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে আই আই ই এস টি-গুলি যে মর্যাদা পেতে চলেছে তা এককথায় আই আই টি-র থেকেও বেশি।

নামমাত্র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিয়ে ১৮৫৬ সালে বি ই কলেজের যাত্রা শুরু। সাথি ছিল রুরকি ও পুনে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ক্রমে বি ই কলেজ ব্র্যান্ড আন্তর্জাতিক স্তরেও এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে এই শিক্ষায়তন আই আই টি তকমাও প্রত্যাখ্যান করে। বরং ১৯৫১ সালে খড়্গপুরে দেশের প্রথম আই আই টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বি ই কলেজের অভিভাবকত্বেই। ২০০২ সালে রুরকিও আই আই টি হয়ে যায়। আই আই টি-র মোট সংখ্যা দাঁড়ায় সাত। জব মার্কেটের কথা মাথায় রেখে বেসু চায় পাঁচ বছরের ডুয়াল-ডিগ্রি (বি টেক-এম টেক) এবং গবেষণার (ডক্টরাল প্রোগ্রাম) অনেক অনেক সুযোগ। কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারদের মানোন্নয়নের জন্যও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। গড়তে চায় আন্তর্জাতিক মানের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আর অ্যান্ড ডি) বিভাগ। আরও বেশি দরকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বণিকসভাগুলির সঙ্গে ওতোপ্রোত সম্পর্ক।

'আগামী দিনের' শিক্ষায়তন হয়ে উঠতে চাওয়ার এই বিষয়গুলি উপেক্ষা করলে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আকাশ ছোঁয়ার যে স্বপ্ন বাংলা দেখছে তা অচিরেই চুরমার হয়ে যাবে। কেন্দ্র চায় একাদশ পঞ্চবার্ষিক (২০০৭-'১২) পরিকল্পনায় ৫২০ কোটি টাকায় শিবপুরে এই স্বপ্নের শিক্ষায়তন গড়ে উঠুক। কিন্তু সোমবার পর্যন্ত বিষয়টি রাজ্যের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ঝুলে রয়েছে।

বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আধুনিক শিক্ষা ও শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রণী অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজশেখর রেড্ডি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন। প্রস্তাবিত পাঁচটি আই আই ই এস টি-র তালিকায় অন্ধ্র দুটি শিক্ষায়তনের নাম নিশ্চিত করে নিয়েছে। এরপরেও রেড্ডি তাঁর রাজ্যের বাসারায় একটি পৃথক আই আই টি গড়ার জন্য লড়ে যাচ্ছেন। অধ্যাপকদের সংগঠন 'বেসুটা' এবং ছাত্র সংগঠন 'বেকসু' অতীতে একাধিকবার তাদের দাবি সংশ্লিষ্ট সকল জায়গায় পেশ করেছে।